দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... NOV...1 0.1999
পৃষ্ঠা ১ ৫ কলাম ২

02

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা বুধবার, ২৬ কার্তিক ১৪০৬, ১০ নভেম্বর ১৯৯৯

মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক সংকট

দেশের ১১টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক সংকট মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এবং সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া বাকী সকল মেডিক্যাল কলেজেই বিভিন্ন স্তরে অনেক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। গত সোমবার একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে দীর্ঘদিন ধরে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিভাগে সহকারী অধ্যাপকরা বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে ৯টি পদে কোনো শিক্ষক নেই। এই কলেজে ও হাসপাতালে নেই এমনকি রেজিস্ট্রার এবং সহকারী রেজিস্ট্রারের কোনো পদ। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে শূন্য রয়েছে ১০টি শিক্ষকের পদ, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ চলছে ১১ জন শিক্ষক ছাড়া। দেশের অন্য মেডিক্যাল কলেজগুলোতেও কমবেশী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

শিক্ষক সংকটের ফলে রাজধানীর বাইরে শিক্ষা ও চিকিৎসার উভয় ক্ষেত্রেই মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞ ও সিনিয়র চিকিৎসকের অভাবে কলেজ সংলগ্ন সরকারী হাসপাতালগুলোতে রোগীরা পাচ্ছে না যথাযথ চিকিৎসা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যখন এসব হাসপাতালের অধিকাংশ বিছানা খালি পড়ে থাকছে এবং সাধারণ চিকিৎসা ও ছোটখাটো অপারেশনের জন্যও রোগীরা রাজধানীতে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এদিকে বাইরের সরকারী হাসপাতালগুলোর ঠিক বিপরীত পরিস্থিতি চলছে রাজধানীতে। ঢাকা ও সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোনোটিতেই ভর্তি হওয়ার এবং চিকিৎসা লাভ করার সুযোগ জুটছে না সকলের। এ দু'টি হাসপাতালের অনেক ওয়ার্ডের মেঝেতে বিছানা পেতে রোগীর চিকিৎসা চলছে, এমনকি অপারেশনের দু'জন রোগীকেও রাখা হচ্ছে একই বিছানায়।

শিক্ষক সংকটের প্রধান কারণ হিসেবে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ঢাকার কোনো কলেজে একবার সুযোগ পাওয়ার পর কোনো শিক্ষকই রাজধানীর বাইরের কলেজগুলোতে যেতে চান না এবং কেউই বদলির আদেশ মানেন না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে তদবির করে এবং বড় অংকের উৎকোচ দিয়ে সকলেই বদলির আদেশ বাতিল করান। অনেকে কাজে যোগদান করেই নানা অজুহাতে রাজধানীতে ফিরে আসেন। এমন কয়েকজনকেও পাওয়া গেছে, যারা পেশাগত জীবনের শুরু থেকে ঢাকায় রয়েছেন, পদোন্নতি পেতে পেতে অধ্যাপক পর্যন্ত হয়েছেন এবং অবসর গ্রহণের পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। ঢাকায় থাকার স্বার্থে পদোন্নতি নেননি— এমন শিক্ষকের সংখ্যাও কম নয়। উচ্চতর অনেক ডিগ্রী অর্জন করলেও অনেকে শিক্ষকতা ছেড়েছেন এবং বছরের পর বছর ধরে মেডিক্যাল অফিসারের একই পদে বহাল রয়েছেন।

রাজধানীর বাইরে না যাওয়ার কারণটিও প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকার সুবাদে এরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস জমিয়ে তুলেছেন। প্রায় প্রত্যেকেই একাধিক ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত, এবং নিয়মিত কমিশন পান কয়েকটি ডায়াগনোস্টিক ক্লিনিক বা সেন্টার থেকেও। সুতরাং বিপুল আয়ের উৎসভূমি এই রাজধানী থেকে বাইরে যাওয়ার চিন্তা পর্যন্ত করতে রাজি নন তারা। মফস্বলকে তাই বলে একেবারে বঞ্চিত করেন না এই শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। দু'দিনের সরকারী ছুটির সুযোগে তারা বিভিন্ন দিকে চলে যান এবং চিকিৎসার নামে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। ঢাকার বাইরে যাতায়াতের প্রয়োজনে বৃহস্পতিবার তারা আগে আগে কর্মস্থল থেকে চলে যান এবং রবিবারেও আসেন দেরী করে। এর ফলে আবার হাসপাতালে রোগীদের ভোগান্তি বাড়ে এবং ছাত্ররা বঞ্চিত হয় 'স্যারদের' লেকচার থেকে।

আমরা মনে করি, সরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোর শিক্ষক সংকটসহ দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রের ভয়াবহ দুরবস্থার অবসান ঘটানো দরকার এবং এজন্য আগে দরকার রাজধানী কেন্দ্রিক জীবন ও কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটানো। তিন বছর পর পর বদলির সরকারী আদেশের দুর্নীতিমুক্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করা সম্ভব। আমরা তাই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নিয়মিত বদলির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানাই। দাবী জানাই অবিলম্বে সকল মেডিক্যাল কলেজে শূন্য পদগুলোতে শিক্ষক নিযুক্তি দেয়ার জন্য। মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের ঘুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দরকার— যাতে উৎকোচের বিনিময়ে কারো পক্ষেই রাজধানীতে থেকে যাওয়া বা নতুন নিযুক্তি পাওয়া সম্ভব না হয়। আমরা আশা করি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেবে এবং রাজধানীর বাইরে শিক্ষা ও চিকিৎসাপ্রাপ্তিকে নিশ্চিত করবে।